লেখক প্রকাশকরা খুশি

রিপোর্ট : **আহমেদ আল আমীন**

লম্বা লাইন। সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছেন আগত দর্শকরা। চোখে মুখে বিরক্তির ভাব। গন্তব্য আর কতদূর? না, বঙ্গবন্ধু স্টেডিয়ামে দিবা-রাত্রির ম্যাচ দেখতে আসা দর্শকদের লাইন নয়, কিংবা সোভিয়েট যুগের ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সামনের দৃশ্যও নয় এটি। দৃশ্যটি এ সপ্তাহের বাংলা একাডেমিতে অনুষ্ঠিত অমর একুশে বইমেলায় আগত দর্শকদের। দুটি মাত্র মেটাল ডিটেক্টর সংবলিত দরজা নিয়ে প্রবেশ করতে হয়েছে হাজার হাজার দর্শকদের। প্রতি বছর যারা স্বাচ্ছন্দ্যে মেলায় আসেন তাদের জন্য একেবারেই নতুন বিষয়। নিরাপত্তার এ ব্যবস্থার কারণে আগত দর্শকদের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে আধ ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টা। কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার এ পদ্ধতিতে লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে লেখক ও প্রকাশকদেরও। শুক্রবার ছুটির দিনে পরিস্থিতি ছিল ভয়াবহ। দীর্ঘ লাইন থাকা সত্ত্বেও পুলিশ ও র‍্যাব একটি মাত্র গেটই প্রবেশের জন্য ব্যবহার করেছে। তাই দীর্ঘ লাইন দেখে অনেক দর্শককেই হতাশ হতে হয়েছে অযথা সময়ের অপচয়ের কারণে। তবে এ ব্যাপারে পাওয়া গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া।

অন্যদিকে মেলার নীতিমালা নিয়ে বাংলা একাডেমী ও প্রকাশকদের মধ্যে সমন্বয়-হীনতার খেলা এখনও চলছে। নীতিমালা এখনও বাস্তবায়িত করতে পারেনি একাডেমী। স্ব স্ব প্রকাশনীর বই স্ব স্ব স্টলে বিক্রি সংক্রান্ত নীতিমালা নিয়ে প্রশ্ন তোলে অন্যপ্রকাশ। অন্যদিকে বাংলা একাডেমীও নীতিমালার পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নের পক্ষে। যারা মানবে না তাদের কালো তালিকাভুক্ত করা হবে বলে একাডেমী থেকে জানানো হয়েছে। এখন পর্যন্ত অগ্রগতির কোনো দৃষ্টান্তই পাওয়া যায়নি।

লেখকদের মেলা ভাবনা

মেলায় এবার খ্যাতিমান লেখকেরা কমই আসছেন। তবে প্রকাশকদের প্রতিদিন সন্ধ্যার পরই মেলায় দেখা যায়। এবারের মেলায় দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে কবি রফিক আজাদের কবিতার বই আসছে অন্য প্রকাশ থেকে। তিনি

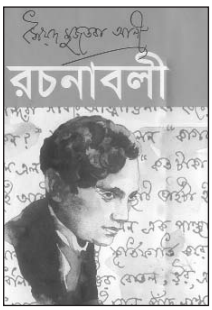

২০০০কে বলেন, 'আমি এমনিতেই কম লিখি। কেননা আমি যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে লেখার পক্ষপাতী। এবারের কবিতার বই জুড়ে থাকবে প্রকৃতির দূষণ। প্রকৃতি আক্রান্ত হচ্ছে নানা ভাবে। মানুষ যাচ্ছে উল্টো পথে।' মেলার কড়াকড়ি নিরাপত্তা নিয়ে তিনি বলেন, 'বর্তমান পরিস্থিতির কারণেই এ ব্যবস্থা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু বই, মেলার মূল চরিত্র। অযথা কোনো নিয়ন্ত্রণ যেনো মেলার পরিবেশ নষ্ট না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।'

সাহিত্যিক সেলিনা হোসেনের উপন্যাস এসেছে ১টি। ভ্রমণ কাহিনী এসেছে ১টি। বিজয় প্রকাশ থেকে এসেছে কিশোর উপন্যাস এক রুপোলি নদী। যা গত বছর ২০০০-এর ঈদুল আজহা সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। তিনি ২০০০কে বলেন, 'অমর একুশে বইমেলা হচ্ছে প্রাণের মেলা। অস্তিত্বের মেলা। এমন পরিস্থিতি কেনো সৃষ্টি হবে যার জন্য বইমেলাতেও নিরাপত্তার নামে এত কড়াকড়ি থাকবে। একুশের চেতনা নিয়ে যারা বোমাবাজি করার চেষ্টা করবে সে জাতির অনেক বেশি করে ভাবার সময় এসেছে।'

অর্থনীতিবিদ ড. আতিউর রহমান ২০০০কে বলেন, একুশের বইমেলায় আমার একটি বই এসেছে। উন্নয়ন কার জন্য। আমার লেখা প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটি প্রবন্ধের বই আসছে অন্য প্রকাশ থেকে। এছাড়া মানব হিতৈষী কিবরিয়া শীর্ষক একটি বই আসছে মেলায়। বইটি সাপ্তাহিক ২০০০-এ লেখাটির বর্ধিত সংস্করণ। মেলা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, মেলায় মাত্র একদিনই গিয়েছি। নিরাপত্তা বেশ কড়াকড়ি হওয়ায় মেলায় উচ্ছ্বাস কম। লেখক, কবিদেরও বড় লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। তাদের জন্য বিকল্প গেট থাকতে পারতো। তিনি বলেন, মেলার নীতিমালা নিয়ে আরো চিন্তা করতে হবে। বই যাতে পাঠক সহজে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। মুহম্মদ জাফর ইকবাল মেলায় এসেছিলেন ১১ ফেব্রুয়ারি।

এবারের মেলায় তার ৫টি বই এসেছে। তিনি ২০০০কে বলেন, 'মেলায় এসেই খারাপ লাগছে যে হুমায়ুন আজাদ ছবি হয়ে গেছেন। এ রকম যেনো আর না ঘটে সে ব্যবস্থা নিতে হবে। নিরাপত্তা সবাই পছন্দ করে। কিন্তু এতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ থাকতে হবে। প্রবেশের জন্য দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়াতে হলে দর্শকরা ক্ষুণ্ন হবেন তাই স্বাভাবিক।

ঐতিহ্যের প্রকাশক আরিফুর রহমান নাঈম ২০০০কে বলেন, ঐতিহ্য থেকে এবারের মেলায় আসবে ৮০টির মতো বই। আর মেলা

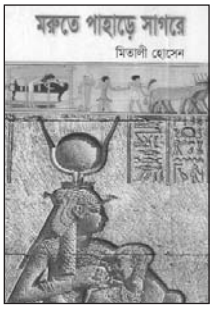

ভালোই চলছে। তবে বইমেলা হচ্ছে পাঠক ও প্রকাশকদের মিলনমেলা। শুধু বিক্রেতাদের কাছে জিম্মি হলে আগামীতে স্টল সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়ে যাবে। আর নীতিমালার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন ঘটলে মেলাও ভালো চলবে।

লাইনে ভাই লাইনে

খিলগাঁও থেকে আসাদ ও শিউলি এসেছিলেন মেলায়। এসেই তাজ্জব। বিশাল লাইনের শেষ মাথাই পাওয়া যাচ্ছে না। এক সময় প্রবেশ করবেন কি করবেন না এমন দ্বিধায় পড়েছেন। অথচ বইমেলা বলে কথা! নিরাপত্তা নিয়ে এ ভোগান্তি তাদের শেষ হয়েছে

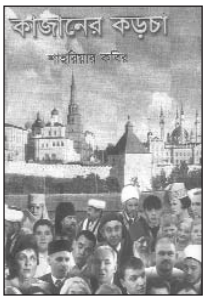

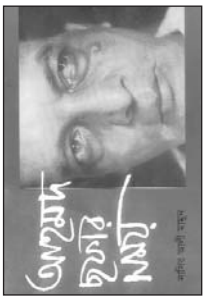

৪০ মিনিট পর। ১১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার দেখা গেছে ভয়াবহ দৃশ্য। দুটি করে লাইনের একটি চলে গেছে দোয়েল চত্বরে অন্যটি টিএসটি মোড়ে। নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সবাই সমর্থন করেছেন কিন্তু একটি মাত্র গেটে দুটি মেটাল ডিটেক্টরের গেট দিয়ে হাজার হাজার দর্শক সামলানোতে বিলম্বের বিরক্তি বেড়েছে দর্শক-লেখক-বুদ্ধিজীবী ও প্রকাশকদের মাঝে। যারা সন্ধ্যার পর এসেছেন দীর্ঘ লাইন দেখে তাদের হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে।

অন্যদিকে মেলা প্রাঙ্গণের বাইরেও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। প্রাঙ্গণে ও বাইরে কড়া নিরাপত্তায় প্রহরী হিসেবে কাজ করছে র‍্যাব। দোয়েল চত্বর থেকে টিএসসি পর্যন্ত সড়কে আলোকসজ্জা করা হয়েছে। ফলে বাংলা একাডেমীর আলোকচ্ছটা এবার এসেছে প্রাঙ্গণের বাইরেও।

মেলায় আসা নতুন বই

মাওলা থেকে এসেছে রুদ্র মুহম্মদ শহিদুল্লাহ রচনাবলী-১, সোনালি শিশির, মুহাম্মদ সামাদের আজ শরতের আকাশে পূর্ণিমা, জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের না আলো না আঁধার, সৌমিত্র শেখর সম্পাদিত সুধীন্দ্রনাথ শতবর্ষে আলোছায়া অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে মুক্তিযুদ্ধে খুলনা ও চুয়াডাঙ্গা।

দিব্য প্রকাশ থেকে এসেছে ডা. সমীরণ কুমার সাহার বিশ্বসাহিত্যে ব্যাধিচিত্র ও একুশ শতকের চিকিৎসাবিজ্ঞান।

বিদ্যা প্রকাশ থেকে এসেছে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর ভরসার জায়গাজমি।

জাগৃতি থেকে এসেছে আল মুজাহিদীর যুগান্তরের যাত্রী, খন্দকার মাহ্‌মুদুল হাসানের মানুষের উৎপত্তি ও জাতিসমূহের সৃষ্টি, মিজান রহমান সম্পাদিত বাঙালির চিন্তাধারা, তপন কুমার দে'র বৃটিশ বিরোধী বিপ্লবীদের জীবন কথা, এম মালিক চৌধুরীর Budget : Tool for development Resources. মোহাম্মদ লুতফর রহমানের সরলা, আহসান কবিরের তালিকাভুক্ত, আলী মাহমেদের কয়েদী,

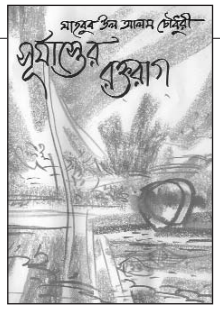

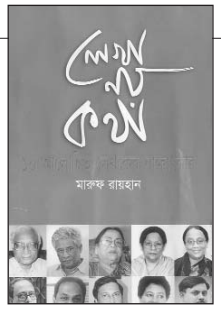

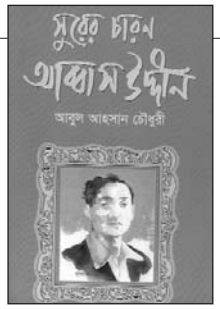

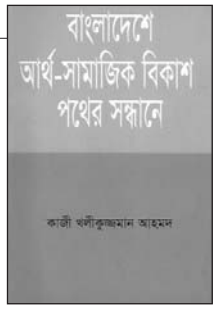

সাদাকে কালো বলিব সোহেল মাহমুদের রোদন ভরা বসন্ত, আহসান হাবীবের ইশকুল টাইম, ভ্রমণং শরণং গোচ্ছামি, আরিফ জেবতিকের পলিটিক্যাল জোকস, কামরুজ্জামান জাহাঙ্গীরের মৃতের কিংবা রক্তের জগতে আপনাকে স্বাগতম, অনীশ দাস অপুর যন্ত্রের প্রতিশোধ, বিশ্বের সেরা সায়েন্স ফিকশন, মোস্তফা তানিমের ফেরা নেই।

শ্রাবণ থেকে এসেছে নাসির আলী মামুনের আহমদ ছফার সময়।

সময় থেকে এসেছে সুমন্ত আসলামের জানি না কখন, জাকারিয়া স্বপনের আকাশের সুড়ঙ্গ, শাহরিয়ার কবিরের কিশোর সমগ্র-৪, কাজানের কড়চা, শামীম শাহেদের মেয়ে তুমি চাঁদ হও, ড. মহিউদ্দিন খান আলমগীরের একটি কাঁচা মরিচের কাহিনী অর্থনীতি ২০০৪।

অনন্যা থেকে এসেছে- হাসনাত আবদুল হাইয়ের রবীনের ভেতর বাহির, মোস্তফা মামুনের এসো খোকনদের বাড়িতে যাই, শামসুর রাহমানের ছড়া আর হাশেম খানের ছবি সংবলিত বই নয়নার জন্য গোলাপ, আবুল হায়াতের আবারও এসো নীপবনে, নাশিদ কামালের আজীবন বসন্ত, মোস্তফা কামালের বারুদ পোড়া সন্ধ্যা, ফজলুল আলমের শূন্যতা ছুঁয়ে ফেরা, ইমদাদুল হক মিলনের কন্যা রাশির কন্যা, ফ. হ. আল-আমীনের এবং...।

ঐতিহ্য থেকে এসেছে আল মাহমুদের

কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার ২০০৪

বাংলা একাডেমী পরিচালিত কবীর চৌধুরী শিশু সাহিত্য পুরস্কার ২০০৪ লাভ করেছেন বিশিষ্ট শিশু সাহিত্যিক, ছড়াকার ও সাংবাদিক এখলাসউদ্দিন আহমদ। পুরস্কারের অর্থমূল্য ১ লাখ টাকা যা বাংলা একাডেমী একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এখলাসউদ্দিন আহমদকে প্রদান করবে। উল্লেখ্য, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ১৫ লাখ টাকার একটি তহবিল বাংলা একাডেমীকে প্রদান করেছেন। জাতীয় অধ্যাপকের নামে প্রবর্তিত এই পুরস্কার এবারই প্রথম ঘোষিত হয়েছে।

ছোট বড়। আসাদ ইকবাল মামুন অনূদিত এডিথ হ্যামিল্টনের মিথলজি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চোখের বালি, শেষের কবিতা, ডা. মিজানুর রহমান কল্লোলের আরো হেলথ টিপস, হুমায়ূন আহমেদের সায়েন্স ফিকশন সমগ্র-১,২,৩, আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু অনূদিত আইভো অ্যানড্রিচের দি ব্রিজ অন দি দ্রিনা, সা'দ উল্লাহ অনূদিত লতিফার মাই ফরবিডেন ফেস, সা'দ উল্লাহ্‌র ইসলাম ও গণতন্ত্র, আল মাহমুদ রচনাবলী-৬, বুলবুল সরওয়ার অনূদিত হেনরি সিংকিবীচের কুয়ো ভাদিস, সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায় মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্য, ইফতেখার আমিন অনূদিত জি. ডব্লিউ চৌধুরীর দ্য লাস্ট ডেজ অব ইউনাইটেড পাকিস্তান, সৈয়দ আলী আহসানের বাংলাদেশের সংস্কৃতি।

অন্য প্রকাশ থেকে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের লীলাবতী, আতিউর রহমানের উন্নয়ন কার জন্য, নির্মলেন্দু গুণের চির অনাবৃতা হে নগ্নতমা, কাব্য সমগ্র-৩, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর কণার অনিশ্চিত যাত্রা, মারজুক রাসেলের ছোট্ট কোথায় টেনিস বল।

সাহিত্য প্রকাশ থেকে এসেছে সালাহ্‌উদ্দীন আহ্‌মেদের ইতিহাসের সন্ধানে, মোহাম্মদ ইউসুফের বনৌষধির খোঁজে, ইলা মজুম-দারের দিনগুলি মোর, মেজর জেনারেল (অবঃ) মুহাম্মদ খলিলুর রহমানের পূর্বাপর ১৯৭১ পাকিস্তানি সেনা গহ্বর থেকে দেখা।

কাকলী থেকে এসেছে হুমায়ূন আহমেদের আঙুল কাটা জগলু।

সূচীপত্র থেকে এসেছে আবুল আহসান চৌধুরীর সুরের চারণ আব্বাস উদ্দিন, কাজী খলিকুজ্জামান আহ-মেদের বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক বিকাশ পথের সন্ধানে, কর্নেল (অবঃ) মোহাম্মদ সফিক

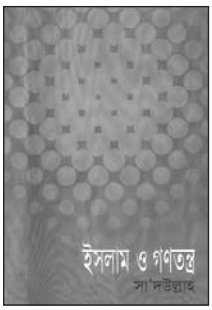

উল্লাহ বীর প্রতীকের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম, রহমান হাবিবের আল মুজাহিদী মৃত্তিকার কবি, মিজানুর রহমান কল্লোলের অশরীরী, আখতার-উল-আলমের আমার বাংলাদেশ, ডা. নাজমুন নাহারের সহজ স্বাস্থ্যকথা, ডা. মিজানুর রহমান কল্লোলের শিশুর যত্ন, মারুফ রায়হানের লেখা নয় কথা।

সন্দেশ থেকে এসেছে দ্বিজেন্দ্রনাথ বর্মন অনূদিত এইচ জি ওয়েলসের গৃহযুদ্ধ, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকীর প্রলম্বিত আঁধার, সুরেশ রঞ্জন বসাক অনূদিত গাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেসের একটি অপহরণ সংবাদ, বারো অভিযাত্রীর কাহিনী, আলী আহমদ অনূদিত ইয়ানুসারী কাওয়াবাতারের হে সুন্দর হে বিষণ্নতা, আনু মুহাম্মদের নারী, পুরুষ ও সমাজ।

আফসার ব্রাদার্স থেকে এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের ক্রসফায়ার এবং অন্যান্য, মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের ইতিহাসের মানুষ নলিনীকান্ত ভট্টশালী, কাউসার ইকবালের দার্শনিক মামার দার্শনিক ভাগ্নে, হাসান খুরশিদ রুমীর সম্পাদনায় ছোটদের সায়েন্স ফিকশন, নির্বাচিত বিদেশী গোয়েন্দা গল্প।

জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন থেকে এসেছে অজয় রায়ের বাঙলা ও বাঙালি, বদরুদ্দীন উমরের আমার জীবন, আনিসুজ্জামানের বাঙালি মনীষার প্রতিকৃতি, সত্যেন আদিত্যের সালেহা উপাখ্যান।

অনুপম থেকে এসেছে সরদার ফজলুল করিমের আর এক যুগে আর এক যুগোস্লাভিয়ায়।

সাহিত্য বিকাশ থেকে এসেছে আল-ফারুকের মালার কথামালা, আলিমুল হকের গণতন্ত্র নির্বাচন ও ইসলাম, রকিব হাসানের হারকিউলিস দাঁত তোলে না।

পারিজাত থেকে এসেছে মিতালী হোসেনের মরুতে পাহাড়ে সাগরে, একাত্তরে আমি, সৈয়দা ইসাবেলার পুরুষোত্তম, অন্তরের কাছাকাছি, পাখির পালক ও রাজপুত্ররা, জাদুর প্রদীপ, তাহমিনা কোরাইশীর ছড়ার বই বনে

হারিয়ে যাবো, হঠাৎ তোমাকে দেখা, আনোয়ারা আজাদের ফিরে আসি যদি, জহিরুল ইসলামের সিংহ ও তার দুষ্টু বন্ধু।

পার্ল থেকে এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের আমি তপু, রাশীদুল বারীর আমাদের পাপ।

স্টুডেন্ট ওয়েজ থেকে এসেছে সৈয়দ মুজতবা আলীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত সৈয়দ মুজতবা আলী রচনাবলী।

বিজয় প্রকাশ থেকে এসেছে সেলিনা হোসেনের এক রুপোলি নদী, আনিসুল হকের শেষ বিকেলে দেখা।

সীমান্ত প্রকাশনা থেকে এসেছে মাহবুব আলম চৌধুরীর ছড়ায় ছড়ায়।

আমীর প্রকাশনী থেকে এসেছে মাস মাসুমের স্বপ্ন সাদা কালো।

ছুটির দিনেগুলোতে মেলায় দেখা গেছে প্রচন্ড ভিড়। ভিড় সামনের ছুটির দিনগুলোতে আরো বাড়বে। অথচ একটি মাত্র প্রবেশ পথের মাধ্যমে বিরক্তিকর লম্বা লাইনে অপেক্ষা মেলায় আগতদের অনাগ্রহী করে তুলবে এতে সন্দেহ নেই। মেলায় আগত দর্শকরা যেন অধৈর্য হয়ে ফিরে না যায় সে জন্য প্রবেশ পথ বাড়ানো প্রয়োজন। নয়তো নিরাপত্তা ব্যবস্থার নামে অতিরিক্ত কড়াকড়ি বুমেরাং হয়ে যাবে, দর্শক সংখ্যাই কমে যেতে থাকবে।

ছবি : **সালাউদ্দিন টিটো**